প্রথম আলো

তারিখ 06 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

শুধু ৭০ শতাংশ উপস্থিতি যথেষ্ট কি না?

এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করার বাধ্যবাধকতা শিথিল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্র দিয়েছে। এখন কোনো পরীক্ষার্থী ক্লাসে ৭০ শতাংশ উপস্থিত থাকলেই চলবে। এই নিয়মের ভালো ও মন্দ—দুটি দিক আছে। খারাপ দিকটি হলো শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গুরুত্ব কমে যাবে। ফলে আসল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

অন্যদিকে, মন্ত্রণালয় তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছে, তার গুরুত্বও কম নয়। কিছু স্কুল শতভাগ পাসের গৌরব অর্জনের জন্য অনেক সময় নির্বাচনী পরীক্ষায় কেউ একটু খারাপ ফল করলে তাকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় না। কোনো পরীক্ষার্থী অসুখ বা আকস্মিক কোনো কারণে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে সে পরীক্ষা দিতে পারে না। এসব সমস্যা দূর করতে মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়ম কাজে লাগবে।

বর্তমানে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির মূল কথা হলো, পাঠ্যবই ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে হবে। যে শিক্ষার্থী ৭০ শতাংশ ক্লাস করবে, তার পক্ষে পাবলিক পরীক্ষায় পাস করার প্রাথমিক শর্ত অর্জিত হওয়ার কথা। সুতরাং, এই বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে।

শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়নেরও একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা দরকার। সাধারণভাবে তা আছে। যেমন কোনো স্কুলের পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হলে সুনাম অর্জন করতে পারে না। ওই স্কুলে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না। পরিণাম ভোগ করতে হয় পুরো স্কুলকেই। এখন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষায় কারও ভালো বা খারাপ ফলের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পুরস্কার বা তিরস্কারের একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি আগে থেকেই যত্ন নিতে হবে। এসব পদক্ষেপ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সুফল পাওয়া যাবে।

ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও শ্রেণিকক্ষে ভালোভাবে পাঠদান নিশ্চিত করা হলে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার কথা নয়।